সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
কার্ড ডিভিশন

প্রধান কার্যালয় ইস্তেহার নম্বর - ৬২

তারিখ ঃ ১০-০২-২০১০

জেনারেল ম্যানেজার/সিনিয়র কনসালটেন্ট/
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার/ম্যানেজার
জেনারেল ম্যানেজারস অফিস/স্থানীয় কার্যালয়/
প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ/প্রিন্সিপাল অফিস/
স্টাফ কলেজ/আঞ্চলিক কার্যালয়/ট্রেনিং ইন্সটিটিউট/
সকল শাখা
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
বাংলাদেশ

বিষয় ঃ "Sonali Credit Card" নামে কার্ড ইস্যু করার নীতিমালা

প্রিয় মহোদয়,

ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে গ্রাহকগন ডিজিটাল সেবা পেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। সোনালী ব্যাংকের গ্রাহকগণকে ডিজিটাল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক ইতোমধ্যেই ব্যাংকের বিভিন্ন লোকেশনে ATM স্থাপন করে ডেবিট কার্ড চালু করেছে। ২০১০ সালের মাঝামাঝি নাগাদ ব্যাংকের ATM সংখ্যা ৫৫টিতে উন্নীত হবে। সোনালী ব্যাংক Q-cash Consortium এর সদস্য। সোনালী ব্যাংকের কার্ডধারীগণ Q-Cash কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংকসমূহ, ডাচ বাংলা ব্যাংক এবং ব্রাক ব্যাংকের সকল ATM ও Point of sales (POS) ব্যবহার করতে পারেন। বর্তমানে সোনালী ব্যাংক এর কার্ড নিম্নবর্ণিত ATM এবং শপিং সেন্টারে POS এ ব্যবহার করা যাচ্ছে (যা ক্রমবর্ধমান):

কনসোর্টিয়াম/ব্যাংকের নাম	ATM	Point of Sale (POS)
Q-Cash কনসোর্টিয়ামভুক্ত ব্যাংক (বর্তমানে ১৭টি ব্যাংক)	১৭০টি	২২০০টি
ডাচ বাংলা ব্যাংক	৬৮২টি	১০০০টি
ব্রাক ব্যাংক	৩০০টি	১৫০০টি
মোট	১১৫২টি	৪৭০০টি

ক্রেডিট কার্ডের বিপুল বাজার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য পরিচালনা পর্ষদের ১৮নভেম্বর ২০০৯ তারিখের ১১১তম সভায় " সোনালী ক্রেডিট কার্ড" নামে কার্ড প্রবর্তন করার নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে।

২.০০ঃ **"সোনালী ক্রেডিট কার্ড"** ইস্যু করার নীতিমালাঃ

ক্রমিক	বিষয়	নীতিমালা
০১.	ঋণ কর্মসূচীর নাম	**" সোনালী ক্রেডিট কার্ড "**
০২.	ঋণের প্রকৃতি	চলমান
০৩.	গ্রাহক নির্বাচন	সরকারী,আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা যাদের বেতনভাতা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে বিতরণ করা হয় এবং যাদের বেতনভাতা অন্য কোন ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ নয়।
০৪.	ঋণের উদ্দেশ্য	কার্ডের মাধ্যমে জরুরী ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অর্থ পরিশোধ।
০৫.	জামানত	বেতন ভাতা
০৬.	ঋণ সীমা	৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ সীমা দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমান।
০৭.	কার্ডের মেয়াদ	১ (এক) বৎসর। তবে সন্তোষজনক লেনদেনের প্রেক্ষিতে নবায়ন/বর্ধিত করা যেতে পারে।
০৮.	ATM থেকে নগদ উত্তোলন সীমা	মঞ্জুরীকৃত ঋণ সীমার ৫০% পর্যন্ত (বাকী টাকায় কেনাকাটার বিল শপিং সেন্টারে POS মেশিনে পরিশোধ করা যাবে)।
০৯.	বয়স সীমা	সর্বোচ্চ ৫৫ বৎসর।
১০.	মনোনীত শাখা	যে সকল শাখা থেকে ০৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্মকর্তাদের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়।

২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১১।	ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরী প্রদান	১২(১)অনুচ্ছেদে ক থেকে ঙ ক্রমিকে বর্ণিত কাগজপত্রসহ শাখা ঋণ প্রস্তাব সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ের কার্ড ডিভিশনে প্রেরণ করবে। কার্ড ডিভিশন আবেদনকারীর সকল তথ্য যাচাইপূর্বক ঋণ মঞ্জুর করে শাখায় ক্রেডিট কার্ড প্রেরণ করবে। কার্ড ডিভিশন থেকে ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার পর শাখা ১২.২ ক থেকে ঙ ক্রমিকে বর্ণিত চার্জ ডকুমেন্ট সম্পাদনপূর্বক তা শাখায় সংরক্ষন করে ক্রেডিট কার্ড রেজিস্টার'' নামে একটি কাচ্চা রেজিস্টারে গ্রাহকের প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর নিয়ে গ্রাহককে কার্ড হস্তান্তর করবেন। ঋণ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে পাঠানোর প্রাক্কালে ক্রেডিট কার্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি দিতে হবে (কাচ্চা রেজিস্টারের নমুনা সংযুক্ত)।
১২।	১. ঋণ মঞ্জুরীর জন্য কার্ড ডিভিশনে পাঠাতে হবে	ক) ঋণের আবেদনপত্র খ) চাকুরী প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সনদপত্র (হালনাগাদ বেতনভাতার তথ্যাদিসহ)। গ) ঋণ পরিশোধে গ্রাহকের বেতন হিসাব ডেবিট করে বকেয়া সমন্বয় করা যাবে মর্মে ক্ষমতা প্রদান করে ব্যাংকের অনুকূলে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত লেটার অব-অথরিটি (সাদা কাগজে)। ঘ) সোনালী ব্যাংক লিমিটেডসহ অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ সম্পর্কে আবেদকারীর ঘোষণাপত্র। ঙ) আবেদনকারীর নিজ অফিসের সম পর্যায়ের বা উচ্চ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার Letter of Guarantee । চ) ঋণ আবেদন পত্রে TIN উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক।
	২.কার্ড ডিভিশন প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ মঞ্জুরী পাওয়ার পর শাখা ম্যানেজার পার্শ্বে বর্ণিত চার্জ ডকুমেন্টসমূহ সম্পাদন পূর্বক শাখায় সংরক্ষণ করবে।	(ক) ডি,পি, নোট (ফ-২০৩) (খ) ডি.পি নোট ডেলিভারী লেটার(ফ-২০৪) (গ) সিকিউরিটি ডেলিভারী লেটার (ফ-১৯৮) (ঘ) রিভাইভাল লেটার(ফ-২৪৫ ও ফ-২৪৬) (চ) ব্যালেন্স কনফারমেশন সার্টিফিকেট(ফ-৭৫)
১৩.	ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ	কার্ড ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
১৪.	হিসাবায়ন	শাখায় এ'ঋণের জন্য কোন হিসাব খুলতে হবে না। এ ঋণের যাবতীয় হিসাবায়ন কার্ড ডিভিশন থেকে করা হবে।
১৫.	সুদের হারঃ- ক) ATM থেকে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে খ) POS-এ কেনাকাটার ক্ষেত্রে গ)ক্যাশ এডভান্স ফি	ক) এটিএম-এর ক্ষেত্রে লেনদেনের তারিখ হইতে দৈনিক প্রোডাক্ট এর ভিত্তিতে মাসিক ১.৫০% হারে। খ) POS-এর ক্ষেত্রে পোস্টিং এর তারিখ হইতে দৈনিক প্রোডাক্ট এর ভিত্তিতে মাসিক ১.৫০% হারে। গ) On-us (নিজ কার্ডধারী নিজ ATM) কোন চার্জ আরোপ করা হবে না। Remote on-us (নিজ কার্ডধারী অন্য ব্যাংকের ATM) বার্ষিক ১০০.০০ টাকা অথবা উত্তোলনকৃত ঋণের ৩% যেটি বেশী ।
১৬.	সুদ অব্যাহতি	POS-এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট বকেয়া পরিশোধ করলে তার হিসাবে কোন সুদ আরোপ হবে না । এই সীমা সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) দিন।
কার্ড ফি ও অন্যান্য চার্জ ঃ		
১৭.	বাৎসরিক ফি	গ্রাহক ৫০০.০০ টাকা তবে সোনালী ব্যাংকে কর্মরতদের ক্ষেত্রে ৩০০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য হারে ভ্যাট।
১৮.	নবায়ন ফি	গ্রাহক ৫০০.০০ টাকা, তবে সোনালী ব্যাংকে কর্মরতদের ক্ষেত্রে ৩০০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য হারে ভ্যাট।
১৯.	বিলম্বে পরিশোধের চার্জ / ফি	মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধের সর্বশেষ তারিখের মধ্যে ন্যূনতম প্রদেয় টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বকেয়া অংকের ২% অথবা ২০০.০০ টাকা এই দুইটির মধ্যে যা বেশী পরিশোধ না করলে লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। তবে নূন্যতম জমা দেয়ার সাথে সাথে হিসাব চালু হয়ে যাবে।

৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২০.	ন্যূনতম প্রদেয় টাকা নির্ণয় পদ্ধতি	কার্ডহোল্ডারের মোট বকেয়ার পরিমাণ তার অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত লিমিটের কম বা সমান হলে মোট বকেয়ার ১০% অথবা ৫০০.০০ টাকা যা বেশী।
২১.	পরিশোধ পদ্ধতি	মাসিক ভিত্তিতে। হিসাব বিবরণী অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোট অথবা ন্যূনতম টাকা ।
২২.	সাপ্লিমেন্টারী কার্ড ফি	গ্রাহক ৩০০.০০ টাকা, তবে সোনালী ব্যাংকে কর্মরতদের ক্ষেত্রে ১৫০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য হারে ভ্যাট।
২৩.	কার্ড রিপ্লেসমেন্ট ফি	গ্রাহক ৩০০.০০ টাকা, তবে সোনালী ব্যাংকে কর্মরতদের ক্ষেত্রে ১৫০.০০ টাকা এবং প্রযোজ্য হারে ভ্যাট।
২৪.	নষ্ট কার্ড পরিবর্তন ফি	গ্রাহক ২০০.০০ টাকা, সোনালী ব্যাংকে কর্মরতদের জন্যে বিনামূল্যে
২৫.	স্টেটমেন্ট রিট্রিভাল ফি	প্রতি স্টেটম্যান্টে ৫০.০০ টাকা।
২৬.	সেলস্ স্লিপ রিট্রিভাল ফি	১০০.০০ টাকা।
২৭.	পিন রিপ্লেসমেন্ট ফি	গ্রাহক ১০০.০০ টাকা এবং সোনালী ব্যাংকে কর্মরতদের কোন চার্জ দিতে হবে না।
২৮.	ঋণ সীমা অতিক্রম করলে জরিমানা (সুদ ও চার্জ আরোপের কারনে)	কোন চার্জ আরোপ করা হবে না।
২৯.	কার্ড ইস্যু ও প্রক্রিয়া ফি	কোন চার্জ/ফি আরোপ করা হবে না।
৩০.	সিআইবি রিপোর্ট	বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক প্রযোজ্য হলে সিআইবি রিপোর্ট প্রয়োজন হবে।
৩১.	ঋণ শ্রেণীকরণ	ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে অনাদায়ী ঋণ শ্রেণীকরণ করতে হবে।

৩.০০ঃ অনুচ্ছেদ ১২.১ অনুচ্ছেদের ক থেকে ঙ ক্রমিকে বর্ণিত ফরমের সংযুক্ত নমুনার ফটোকপি করা যাবে। তবে ঋণের আবেদনপত্র ছাপা হলে তা প্রধান কার্যালয়স্থ কমন সার্ভিসেস ডিভিশন থেকে ইন্ডেন্টের মাধ্যমে সংগ্রহ করার জন্যে শাখাসমূহকে জানানো হবে।

৪.০০ঃ **ক্রেডিট কার্ডের বাজার সম্ভাবনা ঃ**

০১. সোনালী ব্যাংক বর্তমানে Stand alone পদ্ধতিতে শাখা কম্পিউটারায়িত হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে শাখার সার্ভার বন্ধ থাকলে ডেবিট কার্ড দিয়ে টাকা উঠানো যায় না। পক্ষান্তরে ক্রেডিট কার্ডের বড় সুবিধা হচ্ছে শাখা সার্ভার বন্ধ থাকলেও ছুটির দিনসহ দিন - রাত ২৪ ঘন্টা লেনদেন করা যায়। কাজেই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার অনেক সহজ এবং গ্রাহক বান্ধব।

০২. ক্লায়েন্ট বেইস এবং সুদ খাতে আয় সম্ভাবনা ঃ প্রাথমিকভাবে সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তাদেরকে নির্দিষ্ট অংকের লিমিট দিয়ে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু শুরু করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বেতন-ভাতা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হয় বিধায় একদিকে যেমন ক্লায়েন্ট বেইস গড়ে উঠবে তেমনি ঋণ লিমিটও হবে সিকিউরড এবং সুদ খাতে আয়ের সম্ভাবনাও প্রচুর।

৫.০০ঃ **সুদ এবং আসল আদায়** ঃ প্রধান কার্যালয়ের কার্ড ডিভিশন স্টেটমেন্ট প্রেরণ,নোটিশ প্রেরণ, ফোনালাপ ইত্যাদি নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে সুদ আদায় নিশ্চিত করবে। বদলী, চাকুরীচ্যুতি, চাকুরী ত্যাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্ডধারী এবং তাঁর নিয়োগকারী এবং গ্যারান্টর এর সাথে যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট শাখা বকেয়া আদায়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিবে এবং খেলাপী ঋণ আদায়ে বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০০ঃ **কার্ডের মার্কেটিং প্লান ঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে কার্ড প্রমোশনের জন্যে একজন নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে হবে। তিনি সম্ভাব্য গ্রাহকদের মধ্যে ব্রশিউর বিতরণ করে ক্রেডিট কার্ড লিমিট গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন।

(খ) বিভিন্ন মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার।

৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৭.০০ঃ ক্রেডিট কার্ডের হিসাবায়ন কার্ড ডিভিশন কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে। প্রধান কার্যালয়ের কার্ড ডিভিশন নির্ধারিত তারিখে সোনালী ক্রেডিট কার্ডধারীগণকে ঋণ স্থিতির স্টেটম্যান্ট প্রেরণ করবে। সোনালী ক্রেডিট কার্ডধারী গ্রাহকগণ ঋণ মঞ্জুরীর জন্যে সুপারিশকারী শাখায় টাকা জমা দিবেন। উক্ত শাখা জমাকৃত টাকা কার্ডহোল্ডারদের স্ব-স্ব হিসাবে জমা করার লক্ষে সাথে সাথে Fax বা টেলিফোনে কার্ড ডিভিশনকে অবহিত করবে এবং দিন শেষে স্টেটম্যান্টসহ (কার্ডধারীর নাম, হিসাব নং, টাকা) ডেবিট টিআরএ কার্ড ডিভিশনে প্রেরণ করবে। কার্ডহোল্ডারগনও শাখায় টাকা জমা দিয়ে কার্ড ডিভিশনকে টেলিফোনে অবহিত করতে পারবেন। শাখায় জমাকৃত টাকা কার্ড ডিভিশন কর্তৃক কার্ডহোল্ডারগণের হিসাবে জমা হতে একদিন সময় লাগবে । তবে চেকের মাধ্যমে জমা করলে তা কালেকশনের (কালেকশন চার্জ আদায়পূর্বক) পর কার্ড হিসাবে জমা করা হবে। শাখায় টাকা জমার পর কার্ড ডিভিশনে TRA একই দিনে না পাঠালে বিলম্বে জমার জন্যে গ্রাহকের হিসাবে অতিরিক্ত সুদারোপ হলে তার দায় সংশ্লিষ্ট শাখার উপন বর্তাবে।

৮.০০ঃ এমতাবস্থায় উপরোক্ত নীতিকৌশল ও নিয়মাচার অনুযায়ী ক্রেডিট কার্ড কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকল শাখাকে পরামর্শ দেয়া হলো। এতদবিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজনে কার্ড ডিভিশনের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস.এম. জাহাঙ্গীর আখতার)
সিনিয়র কনসালটেন্ট আইটি

(আ.ন.ম. মাসিরুরুল হুদা সিরাজী)
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

(মো.আলী মর্তুজা)
এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

সংযুক্তি :

০১। অনুচ্ছেদের ২.১২.১ এর ক থেকে ঙ ক্রমিকে বর্ণিত ফরমসমূহের নমুনা।
০২। ক্রেডিট কার্ড রেজিস্টার এর নমুনা।